গোপী-গোষ্ঠ

রাধাকৃষ্ণের দিবা মিলন।

গীতিনাট্য।

"They chant their artless notes in simple guise,
They tune their hearts by far the noblest aim."

Robert Burns.

"........................বাজিল চৌদিকে
যন্ত্রদল, বামাদল গাইল নাচিয়া।"

মাইকেল মধুসূদন।

এমারল্ড থিয়েটরের জন্য
"আদর্শসতী" "নন্দবিদায়" ইত্যাদি রচয়িতা

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র কর্ত্তৃক প্রণীত

১৭ নং কম্বুলিয়াটোলা লেন হইতে
শ্রীপ্যারিলাল বিশ্বাস দ্বারা
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

সন ১২৯৬।

গীতিনাট্যোক্ত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ	স্ত্রীগণ
শ্রীকৃষ্ণ	যশোমতী
বলরাম	রোহিণী
আয়ান	জটীলা
শ্রীদাম	কুটীলা
সুদাম	শ্রীরাধিকা
সুবল	বৃন্দা ও সখিগণ
রাখালগণ	পুরবাসিনীগণ

স্থান বিশেষে বিশেষ উপযোগী বোধে এই গীতি নাট্য মধ্যে " " চিহ্ন বিশিষ্ট সঙ্গীত কয়টি পুরাতন বঙ্গীয় কবিগণের গীতিপুস্তক হইতে সংগৃহিত হইয়াছে।

মাননীয় বন্ধু অপেরামাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষ অতি যত্নে এই পুস্তকের সঙ্গীত গুলি সুরলয়ে গঠিত করিয়া আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র।

গোপী গোষ্ঠ।

গীতিনাট্য।

প্রথমাঙ্ক!
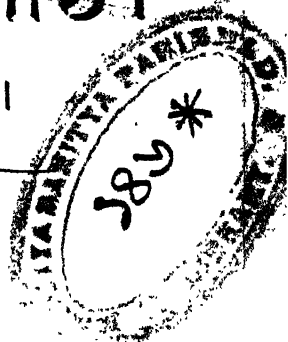
প্রথম দৃশ্য——আয়ানের অন্তঃপুর

(জটিলা ও কুটিলা দধিমন্থনে নিযুক্তা।)

জটিলা। এতো বাছা তোরই দোষ দেখ্ছি! তুই কি বুঝে ওই অত বড় বোয়ের গালে ঠোণা মার্ত্তে গেলি? ও কি এখনও কচিখুকিটি আছে তাই নিয়ে পুঁতুল খেলা কর্‌বি! ও এখন তোরে খেলিয়ে নে বেড়াতে পারে তা জানিস্? কেমন ঘরের মেয়ে? বাপ্‌রে ডাকসাইটে ঘর!

কুটিলা। ওই বড় ঘরের মেয়ে বড়ঘরের মেয়ে বোলে বোলে তুই মাগিই বোয়ের মাথা খাচ্চিস্, আর বেটার মাগ বউকে ফাঁপিয়ে দিয়ে, এই অভাগী রাঁড় মেয়েকে তার বাঁদি বানাচ্চিস্! না হোলে ওর দোষ দুটি চক্ষের মাথ

খেয়ে দেখ্‌তে পাওনা? আমায় বক্‌বার বেলাতো মুখে খই ফোটে, আর ওর বেলা মুখে গো দিয়ে থাকিস্‌ কেন রে মাগি বল্‌তো? অমন কর্‌বিতো তোর ঘরে দোরে আগুণ নাগিয়ে দেবো, বউ বেটা নে পুড়ে আঙার্‌ হবি! আমার রাগ্‌তো জানিস্‌?

জটিলা। তা আর জানিনা? সাধ কোরে মেয়ে পেটে ধোরেছি আর মেয়ের গুণাগুণ জানিনা! আঁতুড় ঘরে আমাকেই গিল্‌তে হাঁ কোরেছিলে আমার এম্‌নি লক্ষী তুমি! তা তুমিত মা খেতেই এয়েছ, তা এক্‌ট রোয়ে বোসে আগু পেছু কোরে গালে পুরো! ডাইনি বেটি, তোমার এত রাগ? আগে অত ভাব ছেলো, ডাগর হোয়ে ও তোর গায়ে কি বিষ ছড়িয়ে দিলে?

কুটিলা। বুড়ো মাগি দেখ্‌তে পাওনা? বয়েস দোষে চখের মাথাতো খেয়েছো, কানেও কি শুন্‌তে পাওনা? গাঁয়ে যে আর বেরোবার জো নেই! আমার বাবু সয়না তাই বলি! বৃন্দাবনে তোর বড়সাধের বোয়ের নামে যে ঢোল বেজেছে!!

জটিলা। বেজেছে বেজেছে তা তোর কি? তুই গায়ের জ্বালায় মরিস্‌ কেন? সে ভাতার্‌তির্‌ মাগ, তার মাথার ওপর পুরুষ রোয়েছে, সে যেমন বুঝবে তেম্‌নি কোর্বে!

কুটিলা। পুরুষ? আহাহা কি মদ্দগা! শুধু গতর্‌টাই আছে। এদিকে যে মা ছেলেটি তোমার নিরেট বোকা! বোকা না হোলে আর চক্ষের ওপর এই গুনো দেখ্‌ছে!

চখে আঙুল দিয়ে ছুঁড়ির সব কাণ্ডকারখানা গুলো দেখিয়ে দিই—তবু পুরুষের গা ঘামেনা? হুঁঃ—ও না হোয়ে আমি যদি তোমার বেটা হতুম—তা হোলে এক্-বার মজাটা দেখ্তে! অমন মেগের গলায় পাথর বেঁধে যমুনায় বিসর্জ্জন দিতুম!

জটিলা। তা ওর দোষ কি? উঠে অব্ধি তুই যে এত গর্গর্ কচ্ছিস্—বউমা আমার এমন কি কোরেছে? এমন বয়েস্-কালে সবাই অমন হয়—ছেলে পুলে হোলে-ই সেরে যাবে।

কুটিলা।—আহাহা—কি কথাই বোল্লে গা? সেরে যাবে? যে রকম কাণ্ডটি বেধেছে—কোন্ দিন কুলে ছা-ইদে মথুরার হাটে গিয়ে বসে দ্যাখ্! তুই মাগি চাপা দিলে হবে কি? পথে—ঘাটে—যমুনার ধারে ছুটোতে যে রকম করে—তা আর কারো অবিদিত নেই! এখন আবার রাত বেড়ানো সুরু হোয়েছে! একপাল সহচরি রেখেছো—তারা তোমার খেয়ে তোমারই মুখ পোড়াচ্ছে, কালকুটের সঙ্গে তোমার সোনার প্রিতিমেকে গেঁথে দিচ্ছে! বেশ হোচ্ছে! খুব কোচ্ছে! তুই যেমন— তোকে ধোরে-তোর বউ যেদিন তোর মুখে নাতি মার্ব্বে—সেইদিন তোর চোখ্ ফুট্বে!

জটিলা।—দূর বেটি অভাগী! আমার মুখে নাতি মার্বে? এমন বোয়ের অম্নি ঘাড় ভেঙ্গে না পুঁতে ফেল্বো? তুই যেমন—তোর মুখে ওরা মাগ ভাতারে নাতি মারে—তবে তুই জব্দ হোস্, তোর ফণা ভেঙ্গে

যায়! তানাহোলে আমি মা—তুই বেটি আমাকেই যা মনে আসে তাই বলিস? তোর মুখে যে পোকা পোড়্‌বে!!

কুটিলা।—তোকে বলি—না—তোর আক্কেলকে বলি—মায়ে পোয়ে বাবার নাম ডোবাতে বসিছিস্ বোলে আমি বলি! নইলে—তোদের উড়ে পুড়ে যাক্—আমার কি ক্ষেতি? আমার একটা পেট—রাজার বাড়ি ঘোলমউনি দাসী হোয়ে থাক্‌লেও খেয়ে বাঁচ্‌বো! তোর দোরে দাসীবিত্তি কচ্ছি—তবেতো তুই খেতে দিচ্ছিস্‌রে বেটি!

জটিলা।—এঃ—তুই বেটি নেহাৎ পাগল! তোর বাপের তুই খাচ্ছিস্ তাতে আমার কি? তবে—ও ভালমানুষের মেয়েকে ঘরে এনেছি—ওকে তো আর পাঁশ পেড়ে কেটে ফেল্‌তে পারিনা? তুই যে দিবারাত্রির ওরই দোষ দিচ্ছিস্—ওর এতে কি একা দোষ? তুই একঘরের ছেলে—তোর বাপ গ্রামের রাজা—তোদের সঙ্গে মস্ত সুবাদ্ রোয়েছে—তুই হতভাগাবেটা কেমন কোরে এমন কাজ ক'ল্লি? যশোদা বলেন—আমার কচি ছেলে—দুধের বাছা! বেটির ছেলেযে—আঁতুড়ে গন্ধ গায়ে থাকৃতে থাকৃতেই আমার সর্ব্বনাশ কোচ্ছে, তাতো বুঝ্‌বেনা!

কুটিলা।—কচি ছেলেইতো—আজো বাছা মাই ছাড়েনি! অমন হতভাগা ছেলে ভুভারতে আর দুটি আছে? বড়্‌দির্ বুড়ো বয়েসের ছেলে কিনা! ছোঁড়ার কাঁচা বাঁসে ঘুণ্ ধোচ্ছে! হতভাগা ছেলেটাকে দেখ্‌লে আমার গা ইন্‌পিস্ করে! ইচ্ছে হয় নোড়া দিয়ে তার বাঁকা-হাড় গুলো সোজা কোরে দিই! কেলে ছোঁড়া

যেন এক ধিঙ্গি হোয়ে উঠেছে? বলিস্ কি মা—গের-স্তর মেয়ে বউকে জলের পথে আট্‌কে আট্‌কে তাদের মাথা খাওয়া, আর এদিকে নাহুস্ নুহুস্ নন্দদুলালটি হোয়ে—মানুষের বাড়ি ঘরে ঢুকে যেন কত আপনার! এবার একবার এ বাড়িতে এলে হয়, আঁশ্ বঁটি দিয়ে উঁচু বাঁশির মতন নাক্ কেটে নেবো—আর বাঁশিটে কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে ফেল্‌বো!

(উভয়পার্শ্বদ্বার দিয়া চুপে চুপে কৃষ্ণবল-রামের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ।—(কুটিলার দধির হাণ্ডা হইতে ননী লইয়া ভক্ষণ করিতে করিতে) মাসী! পায়ে ধরি নাক্‌টি কেটোনা! তোমারোত নাক্ আছে মাসী—বাঁশির মত নাইবা হোল—খাঁদা বোঁচা যাইহোক্ আছে যখন—দরদ্ জানতো? আর এই বাঁশিটি? এটি আমার সাধের বাঁশি—মাসি—বড্ড ভালবাসি—! এ জ্যান্ত বাঁশি,তোমার ও মরা আগুণেতো পুড়্‌বেনা—সুধু ছাই মাখাই সার হবে!

কুটিলা।—আমর্—মর্,—কথার শ্রী দ্যাখ?

বলরাম।—ও দিদি! ননী দেবে, না কেড়ে খাবো?

জটিলা।—কেড়ে খেতে হবে কেন ভাই! হাত পাতো!! হ্যাঁ এই বেশ্! সোনার হাত দুখানি পেতে চেয়ে নিলে—দিয়েও প্রাণ জুড়োলো! (ননী-প্রদান) ছিঃ—চুরি কোরে—হাঁড়ি ভেঙ্গে—ভয়ে ভয়ে কি খেতে

আছে? বলাইটি দিব্বি—বেশ, কৃষ্ণ—তুই ভাই ননী চোরা!

শ্রীকৃষ্ণ।—অদিদি! চুপি চুপি এসে—চুরি কোরে—খাবা ভোরে খাই—বড় মজা পাই! ধরা দিয়ে দিইনা—তাইতো দিদি ননীচোরা নাম!

জটিলা।—তা—তুমিও এসো—খাও—

শ্রীকৃষ্ণ॥—আমি? ও দিদি আমি? আমি এসেইতো খেয়েছি! মাসী আমার সাক্ষি—শেষের গরস্‌টা নজরে পোড়েছেলো—না মাসী?

কুটিলা।—আহাহা—বড় সোহাগের কাজটাই করা হলো, তাই—না মাসী? আহুরে ছেলে! যাদের আদর তাদের ভাল লাগে! বলা-নেই কওয়া-নেই ননীর হাড়িতে হাত? আমি আজ হাঁড়ি ভেঙ্গে ফেল্‌বো!

শ্রীকৃষ্ণ।—বেশ্‌তো। বেশ্‌তো! মাসী—পার যদি—হাটের মাঝে হাঁড়িটে ভেঙ্গো! তোমার ও ভেঙ্গে সুখ হবে, দশজনেরও দেখে সুখ হবে!!

নেপথ্যে যশোমতি॥—ওগো! তোমরা আমার নীল-মনীকে কেউ দেখেছ?

বলরাম।—ও ভাই কানাই! মা যশোদা বুঝি আস্‌ছেন!

শ্রীকৃষ্ণ।—তা—আস্‌বেনইতো? ভোরের সময় পালিয়ে এসেছি, আর কি মা আমার স্থীর থাক্‌তে পারেন! ওই দ্যাখ মায়াময়ী—মা জননী—পাগলিনীর মত ছুটে আস্‌ছেন্‌!!

(যশোমতীর প্রবেশ)

যশোমতী ॥—বাপ্‌রে—নীলরতণ—তোরা যে আমার অঞ্চলের নিধি! সর্ব্বস্ব ধন! তোদের হারা হোয়ে আমি যে এক দণ্ডও স্থীর থাকৃতে পারিনা—তাকি তোরা জানিস্‌নে বাপ্‌! দুঃখিনী জননীকে এত যাতনা দেওয়া কি তোদের উচিত?

শ্রীকৃষ্ণ।—দেখ মা! এঁরা আমাদের দুভাইকে ধোরে রেখেছেন—মাসী কত ভয় দেখাচ্ছেমা! অমা! বলে—নাক্‌কেটে নেবে! আবার একগাছা দড়ি বার কোরে—বলে—দুটোকে বেঁধে যমুনায় ভাসিয়ে দেবে মা!

কুটিলা।—নাঃ বোল্‌বেনাত কি? উন্‌পাঁজুরে—বরা খুরে—বজ্জাতের ধাড়ি ছেলে যখন বিইয়েছেন—তখন কথাতো শুন্‌তেই হবে! চোরা বোলে ধরিয়ে দিইনি এই ঢের! অনেক খাতির রেখেছি! অনেক রেয়াৎ কোরেছি।

যশোমতী।—বাপ্‌ধন! বাপের ঠাকুর আমার! আমার কোল ছেড়ে উঠে এসে—তোরা—কি দুঃখে এখানে এয়েছিস্‌ বাপ্‌? তোদের দুভেয়ের কিসের অভাব? ছিঃ—এমন কোরে ভোরের বেলা আর কোথাও এসোনা! অভাগানি জননীকে—কাঁদিয়ে আস্‌তেতো বাবা তোমরা ভালবাসনা? কুটিলা! বোন্‌! নীলমনী আমার বড় সাধের নিধি! এরা আমার দুধের গোপাল—বালক রাখাল! এদের কি বোন্‌—কোন দোষ আমার চক্ষে

ঠেকে? এদের খেলা—এদের লীলা—সকলি সুন্দর! খুড়িমা! এমন নিখুঁত সুন্দর—কেউ কখন দেখেনি! আমার বড় দরদ্ মা বড় দরদ্! বাছার মুখটি ঘাম্‌লে মুছিয়ে দি—দিবারাত্র কোলে কোরে থাকি—কোল্ থেকে নামাতে ভয় হয়! কি জানি মা—আমার প্রাণের নিধিকে আর কেউ যদি আমার মতন না আদর করে—আমার মতন না যত্ন করে, তা হোলে যে সোণার বাছাকে আমার দুঃখের মুখ দেখ্‌তে হবে! তাতো আমি প্রাণধোরে সইতে পার্ব্বোনা! ওগো! আমার অভিমানি—সোণার-চাঁদকে কেউ তাচ্ছল্য কোল্লে যে আমি মরমে মোরে যাবো! চলত যাদু দুটি হাত ধোরে দুজনে চল। রোহিণী দিদি তোমাদের মাখম ননী হাতে কোরে অপেক্ষা কোচ্ছে!

[শ্রীকৃষ্ণ বলরাম—যশোদার দুই হাত ধরিয়া গান করিতে করিতে নাচিতে নাচিতে প্রস্থান।

ওগো ও যশোদা মাই।
তোর ননীচোরা কানাই বলাই আমরা দুটী ভাই।
দুটী হাত ধোরে তোর সাথে সাথে চল্‌মা নেচেযাই॥

কুটীলা। মা দেখ্‌লি? দেখ্‌লি? শুন্‌লিতো? দিদির আমার আক্কেলের কথাটা শুন্‌লিতো? আমরা ওঁর ছেলেকে যত্ন কোর্ত্তে জানিনা, তাচ্ছল্য করি! আঃ পোড়ারমুখি! ছেলের অসাধারণ গুণের কথাতো বোঝেনা! হতভাগা বেটার যেমন রং, তেমনি ঢং, আকার প্রকার ও তেমনি!

হতচ্ছাড়া যেন যশোদা দিদির আটাসে খোকা, গর্ভ থেকে বিগ্‌ড়ে বেরিয়েছে—! কি বল্‌বো—তুই মাগি ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ কর্ব্বি, না হোলে ওই কেলে ছোঁড়ার গলায় পা-দিয়ে মেরে, আর সেই সঙ্গে তোর বউকে সহমরণে পাঠিয়ে আমার মনের ক্ষোভ মেটাতে পারি! দিনরাত—বাড়িতে—আনাচে কানাচে এসে, ছেলের ভোল্‌ কোরে, সবার চোকে ধুলো দিয়ে জাত নষ্ট কোচ্ছে! পোড়ার মুখো বাঁদর মুখ্‌ চোরা তোর ছেলে—সেদিক পানে চেয়েও দেখ্‌-বেনা! কেবল কালী কালী তারা তারা বুলি! আর মাগ যেন ইসেরমুল—মাগো—মাগ্‌কে নমস্কার করে? তা-না হোলে ওঁর এমন দুর্দ্দশা হবে কেন? আজ আর্‌ তো রেয়াৎ কোর্ব্বনা—বড় বোলে মান্‌বোনা: ঠাকুর ঘরে গিয়ে খুব্‌ দশ কথা শুনিয়ে দে আসি!

জটিলা।—ওরে—নারে—যাস্‌নি! কেন মিছিমিছি কতকগুণো লাগিয়ে ভাঙ্গিয়ে তাকে জ্বলাতে যাবি? সে ভালমানুষ—তার আমার সাতেও হুঁ—পাঁচেও হুঁ! আপ-নার পুজো নিয়েই আছে! সে মাগের তোয়াক্কাই রাখে না! আর সে তোর মতন অমন কেবল-পরের কুচ্ছ কোর্ত্তেও ভালবাসেনা!

কুটীলা।—তাঁর ঘরের কুচ্ছ যে রে মাগি; তাঁর নিজের বুকে বোসে দাড়ি ওপ্‌ড়াচ্ছে! তোর কথা তাই শুন্‌লুম্‌ এতক্ষণ? আমি আজ দাদার কানে পাক্‌দিয়ে বোল্‌বো! এমন বেঁদন বিঁদ্‌বোনাত, জ্বালায় ছুট্‌ফটিয়ে একটা হেস্ত নেস্ত কোরে ফেল্‌তেই হবে!

জটীলা।—তোর যা খুসি কোর্‌গেযা! কিন্তু আমার ঘর ভাঙ্গে তো তোর মাথা মুড়িয়ে—ঘোল ঢেলে—যমুনার পারে বিদেয় কোরে দেবো!

[জটীলার প্রস্থান।

কুটীলা।—ও বেটি? তুমি বউ বেটা নিয়ে সুখী হবে ভাব্‌ছো? তোমার যেমন মন—তেমনি ধন হোয়েছে! আমি তো একবার এ বাড়ি ছেড়ে গেলে হয়! তোমার কপালে তা হোলে—বোয়ের লাতি—ছেলের কিল্—আর দেশ শুদ্ধ লোকের টিট্‌কিরিইটে ভাল কোরে ফোল্‌বে! হতভাগা মাগী—মোর্‌বে কবে?

[প্রস্থান।

প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয়দৃশ্য——নন্দরাজের অট্টালিকা দ্বার,
উভপার্শ্বে গৃহশ্রেণী—দ্বারে রোহিণী
মাখন হস্তে উপস্থিত—

(রাখালগণের প্রবেশ ও গীত)

কোথা গোমা বলমা—
ব্রজবালকের সরবস্বধন।
কে হরিল-লুকাইল-সে.নীলরতন॥

হুতাষে শীহরে কায়,
হৃদি বিদরিয়া যায় ;
বিবম বিষাদে হায় ঝুরে দুনয়ন—
গাভি কাঁদে বৎস কাঁদে,
এনে দেমা শ্যামচাঁদে ;
সবারি সাধেরি নিধি সে কালবরণ ॥

রোহিণী।—ওরে ওই দ্যাখ্—তোদের রাখালরাজা! প্রাণের নিধিটিকে না দেখ্‌তে পেয়ে তোরা বড় ব্যাকুল হোয়েছিলি! এই বার নয়ন সার্থক কর্! ওরে—এমন রূপ কি আর কারো আছে? একবার প্রাণভোরে পূজা কর্—!!

(যশোমতীর সহিত কৃষ্ণ বলরামের প্রবেশ)

(অবনত জানু হইয়া রাখালগণের স্তব গীতি)

"জয় জয় কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র।
ব্রজকুল গোকুল আনন্দকন্দ ॥
জয় জয় জলধর শ্যামর অঙ্গ।
হেলন কলপতরু ললিত ত্রিভঙ্গ ॥
সুধই সুধাময় মুরলী বিলাস।
জগজন মোহন মধুরিম হাস ॥
অবনী বিলম্বিত গলে বনমাল।
মধুকর ঝঙ্কর ততই রসাল ॥
তরুণ অরুণ রুচি পদ অরবিন্দ।
তাপিতে করুণা করি তার, গোবিন্দ ॥"

গীত।

রোহিণী। নাচরে নাচরে মোর রাম দামোদর।
যত নাচ তত দিব ক্ষীর ননী সর॥

(কৃষ্ণবলরামের নৃত্য ও নবনী ভক্ষণ)

যশোদা। আমি নাহি দেখি বাছা নাচ আরবার।
গলায় গাঁথিয়ে দিব মণীময় হার॥

(যশোদা কর্ত্তৃক হার পরাওন ও
রাখালগণের গীত)

নেচে চল্‌রে ওভাই ওরে কানাই বলাই,
সবাই মিলে চল্ গোঠে যাই।
(ওতুই) গোষ্ঠগোপাল রাখাল রাজা ভাই॥

শ্রীদাম।—ওমা!

পরাইয়া দেহ ধড়া,
মন্ত্র পড়ি বাঁধ চূড়া;
রাঙ্গাপায়ে পরাগো নূপুর।
অলকা তিলকা ভালে,
বনমালা দেহ গলে;
কালোরূপে আলো হোক্ পুর॥

রাখালগণ।—নেচে চলরে ও ভাই—ইত্যাদি।

সুদাম।—ওমা!

মায়ের মাথার কিরা,
কহিতেছি ফিরা ফিরা;
মনে কিছু না ভাবিও আর।

বেলা অবসান কালে,
গোপালে লইয়া কোলে ;
ভোর আগে আনিব আবার ॥

রাখালগণ।—নেচে চলরে ও ভাই—ইত্যাদি।

সুবল।—ওমা !

সঁপে দেহ মোর হাতে,
আমি ল'য়ে যাব সাথে ;
যাচিয়া খাওয়াব ক্ষীর ননী।
আমার জীবন হৈতে,
অধিক জানিব গো ;
জীবনের জীবন নীলমণী ॥

রাখালগণ। নেচে চলরে ও ভাই—ইত্যাদি—

(যশোদার গীত)

ওরে ও বাপ শ্রীদাম সুদাম,
ও কথা আর ব'লোনা।
আজ আমি গোপালে আমার,
গোঠেতে পাঠাবনা ॥
আমার বড়সাধের কাল সোনা,
কোল্ থেকে আর নামাবনা ;
বন পথে যেতে সাথে
প্রাণ ধোরেত দেবনা ॥

শ্রীকৃষ্ণ। গোঠে আমি যাব মাগো গোঠে আমি যাব।
রাখালের সনে ধেনু চরায়ে ফিরিব ॥

চূড়া বাঁধি দে গোমা—মুরলী দে মোর হাতে।
এসেছে সবাই মোরে লয়ে যেতে সাথে॥
পীত ধড়া পরিয়ে গলায় দিতে মালা।
মনে পোড়ে গেল মোর কদম্বের তলা॥

(রাখালগণের গীত)

ওমা নন্দরানী গো!
মায়াময়ী মায়ের নামে ডঙ্কামেরে যাব।
বেলাবেলি তোর গোপালে কোলে এনে দেব।

শ্রীদাম। লয়ে যাব প্রাণের কাণু রাখিব বসায়ে।
আমরা ফিরাব ধেনু চাঁদমুখ চায়ে॥

সুদাম। সাথে রইলে নীলমনী তোর বড় পাই সুখ।
বেণুতে ফিরায় ধেনু এ বড় কৌতূক॥

সুবল। যে দিন্ যা করি মনে মা কানু তাহা যানে।
ক্ষুধা লাগিলে অন্ন কোথা হইতে আনে॥

মধুমঙ্গল। একদিন দাবানলে মরিতাম জ্বোলে।
বাঁচাইল ভাই কানাই অতি অবহেলে॥

রাখালগণ। নন্দরানী তাইগো তোমার গোপাল-
লোয়ে যাই।
তোমার গোপাল রাখালরাজা আমরা-
প্রাণের ভাই॥

বলরাম। মা যশোমতী—শোক ত্যাগ কর! তোমার গোপালের কি মা কোন অনিষ্ট হওয়া সম্ভব!

মনেতো পড়েমা সেই শকট ভঞ্জন,

ধেনুদৈত্য তৃণাবর্ত্ত পুতনা নিধন,
মহামহীরুহ সে অর্জ্জুন বিদারণ!
বৎসাসুর অঘাসুর বকাসুর পাপে,
অবহেলে নাশিলা যেজন, তার কার্য্য
সকলি অদ্ভুত! মৃত্তিকা ভক্ষণ চ্ছলে,
আকাশ পাতাল পৃথ্বি দেখালে বদনে!
বিশ্বরূপ বালক তোমার—অবতার!
গর্গমূনী ভোগভক্ষি অলক্ষিত ভাবে,
কি কৌতুক করিলা কানাই; পূর্ণশক্তি
দেখালে ব্রাহ্মণে; চিনে গেল চিন্তামণী
বলি। যজ্ঞেশ্বরে জঠরে ধোরেছ মাতা
পূর্ণজ্ঞানি বালক রাখাল রূপি হরি,
সম্পদ বিপদ আসে স্বেচ্ছায় উহার,
ইচ্ছাময়—দেখিছ তো জনম অবধি!
ইচ্ছায় বেঁধেছে ভাই অটুট বাঁধনে
ব্রজের আবাল বৃদ্ধ বনিতা নিচয়ে!
সবাই বিভোর প্রেমে পিয়াসা মিটাই,
সবারই প্রাণের নিধি প্রাণের কানাই!
প্রাণে বাঁধা কোথা যাবে ভাই? কেন ডর—
অপরাহ্নে আবার মা আসিবে কেশব।
নাচিবে গাইবে সাথে রাখালিয়া সব।
উঠিবে ব্রহ্মাণ্ড ভরি জয় জয় রব॥

(যশোদার গীত)

বলাইরে নে যাবি যদি আয়।

সাধের নিধি, নে যাস্ যদি ;
আমার কাছে আয়।
একবার ভাল কোরে দেখে নিয়ে আয়॥
(ও বাপ) সঁপে দিয়ে হাতে হাতে,
ল'য়ে যাস্ সাথে সাথে ;
মিনতি করিয়ে তো সবায়।
দুঃখিনী সর্ব্বস্বধনে এনোরে ত্বরায়।
(ওরে) প্রাণধোরে রইনু ঘরে আসারি আশায়॥
(আমি) পথ পানে রইনু চেয়ে আসারি আশায়॥

যশোদা। (শ্রীকৃষ্ণের শরীরে হাত বুলাইতে২)
এ দুখানি রাঙ্গাপায়, রক্ষা ভার বিধাতার ;
জানুরক্ষা কোরো দেবগণ।
কটীতট সুজঠর, রক্ষা কোরো যজ্ঞেশ্বর ;
হৃদয় রাখি ও নারায়ন।
ভুজযুগ নখাঙ্গুলি, রক্ষা কোরো বনমালী ;
কণ্ঠমুখ রেখো দীনমণি।
মস্তক রাখিও শিব, পৃষ্ঠদেশ হয় গ্রীব ;
অধঃউর্দ্ধ রেখো চক্রপাণী॥
জলে স্থলে গিরী বনে, রেখো গোমা সুরাঙ্গণে ;
দশদিক্ দশদিক্ পাল।
যত শত্রু হোয়ে মিত্র, রক্ষা কোরো সর্ব্বত্র ;
যশোদার দুখের গোপাল॥

[রাখালগণের নৃত্য গীত করিতে
করিতে প্রস্থান।

(চল) প্রাণ গোপালে প্রাণের ভিতর,
লুকিয়ে নিয়ে যাই।
হারিয়ে গেলে এ ধন আবার,
কাঁদ্‌তে হবে ভাই॥
ধোল্লে ধরা দিতে হবে,
রাখ্‌লে ধোরে থাকতে হবে,
চাইলে প্রেমের পরম সুধা,
প্রাণ দেবে কানাই।
প্রাণের প্রেম প্রেমপিয়াসা,
মিটিয়ে নেওয়া চাই॥

[চারিদিকস্থ গবাক্ষ হইতে রমণীগণের ও
রোহিণী যশোদার গীত।

"নাচত চলত বাল গোপাল।
বরজ বধুমেলি, দেই করতালি;
বোলই ভালিরে ভাল॥
প্রীতি সঙ্গীতে, চল চল ভঙ্গিতে,
রঙ্গিয়া রাখালিয়া গায়।
অরুণ আঁখি দুটী, কাজরে রঞ্জিত;
হাসি হাসি দশন দেখায়॥
বংশি শুনইসব, ব্রজ রমণীগণ;
আনন্দ সাগরে ভাস।
হেরইতে, পরশিতে, আলস করইতে;
স্তনক্ষীরে ভিগল বাস॥"

পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয়াঙ্ক।

প্রথমদৃশ্য—রাধাকুঞ্জ।

[রাধিকা ও বৃন্দা, ললিতা, বিশাখা ইত্যাদি উপস্থিত]

রাধিকা। নাথের লাগিয়া, সেজ বিছাইনু;
গাঁথিনু ফুলের মালা।
বড় সাধমনে, নিশি জাগরণে
মাতিব লইয়া কালা॥
পথপানে চাহি, কতই রহিনু;
কত প্রবোধিনু মনে।
রসশিরোমনী, এলোনা এলোনা;
মুদিনু কুমুদী সনে॥

ললিতা। রসের হাটেতে, পসরা সাজায়ে,
আইলে রাজার বালা।
গাহক বিহনে, শুখাইয়ে গেল,
এ বিনি সুতার মালা।

বিশাখা। চাহিয়ে চাহিয়ে সারানিশি জাগি;
সারা যে হইলে সই।
পিরীতি বাঁধনে, বাঁধা যদি শ্যাম,
কই তবে এল কই॥

বৃন্দা। জানত সই নটবরের মধুকরের খেলা।
এ ফুল ও ফুল কতই ফুলে মধুপানের মেলা॥
তোমার পাশে আশমেটেনা প্রেম হোয়েছে বাসি।
কোন্ টাট্‌কা ফুলে আট্‌কাপোড়ে পরিছে নূতন ফাঁসি॥

(রাধিকার গীত।)

আমার কুঞ্জবিহার রইল পোড়ে সই।
শুষ্কমালা রাখ্‌নু তুলে ওই॥
উষায় আসার আশায় নিরাশা,
সার হল সইলো নয়ননীরেতে ভাসা;
মর্ম্মব্যাথায় মর্ম্মে মোরে রই॥
বৃন্দা। কুলমানে ছাইদে ছিছি প্রাণ জ্বোলে গেল।
অভিসারে কুঞ্জে এসে কান্না সার হোল॥

[সখীগণের গীত]

শুখাল সোণার কমল কমলিনী রাই।
না বুঝে শঠে ম'জে ঘটালে বালাই॥
বাঁসিতে বাজ্‌লে রাধা, মানে না কোন বাধা;
আশাতে কুঞ্জে আসে কুলে দিয়ে ছাই।
সরল প্রাণে বাঁকা হোয়ে দাগা দিলে তাই॥
বৃন্দা। রাই কিশোরি! বল—আর কালায় হের্‌বেনা? কথায় কথায় শঠের কথা—ভুলেও মুখে আন্‌বেনা? ভুল্‌তে বলিনা—ভুলোনা! কিন্তু সখি, বল মানে রবে? মানের ভরে গরবিনী গরব্ কোরে রবে? সাধ্‌লে

কথা কবেনা? মুখ দেখে তার ভুল্‌বেনা? মানের কান্না কেঁদে সেধে আবার ধরা দেবেনা? বলরাই খুলে বল—নইলে তোমার মান্‌ রবেনা!

রাধিকা। তোমার কথাই শুন্‌বো সই! আর কুঞ্জে আস্‌বোনা—যমুনায় যেতে পথে আর ফিরে চাইবোনা! আর কাল হেরবোনা, আর শ্যামে সাধ্‌বোনা। মর্ম্মে মোরে রব সই! প্রাণের জ্বালা নিরবে সইব—কেউ জান্‌বেনা—কারও কাছে জানাবোনা, কারুকে সই বোল্‌বোনা!

বৃন্দা। তবে চল যমুনায় স্নান কোরে ঘরে যাই চল! কুঞ্জের বাইরে চল, প্রভাত হোয়ে গেছে। ব্রজবাসী সকলেই জেগে উঠেছে।

রাধিকা। তাইতো—সই—উঃ কুঞ্জের বাইরে যে আর চাওয়া যাচ্ছেনা। এত বেলা হোয়ে গেছে? ধন্য নিঠুর! তোমার জন্য কুল-শীল-মানে জলাঞ্জলি দিয়ে দিন দিন কলঙ্কের ডালি মাথায় কচ্ছি—কই? তবুতো তোমায় পাই না? বৃন্দে! তোদের কালাচাঁদ হয়তঃ এতক্ষণ গোষ্ঠে এসেছেন্‌—!

বৃন্দা। কেন? সেই পথ দিয়ে নেয়ে যাবার সময় যেতে হবে নাকি? রাজনন্দিনী! সই! কলঙ্কের বোঝা আরো ভারি কোর্ত্তে সাধ হয়? রাত্রে অভিসারে এসে হেথা প্রভাত হোয়ে গেল—আরো বেলায় কিমুখে সব ঘরে যাব বল দেখি।

[সুবলের প্রবেশ]

(সখীগণের গীত)

কি আশে কার্ আদেশে, প্রভাতে
কুঞ্জে এসেছ।
না জানি জ্বালার উপর কি জ্বালা
দিতে এনেছ ॥
দিয়ে প্রাণ অকপটে,
চিনেছে রাই সে শঠে ;
ছি ছি ছি যাও ফিরে যাও হেথা আর কেন রয়েছ ॥

সুবল। একি? তোমরা যে কুঞ্জের ভেতর না যেতে যেতেই গলাধাক্কা দিচ্ছ! তোমাদের রাজকুমারি কি আমার সঙ্গে কথা কইবেন্ না? ভাল—তবে যাই—

রাধিকা। বলি ওহে সুবল! তোমাদের রাখালরাজের কুশলতো?

সুবল। কুশল অকুশল বোল্‌তে দিলে কই? এঁরা সুধু মার্ত্তে বাকি রেখেছেন! আমি যাই—ভাই কানাইকে বলিগে—তাঁর কাজে এসে যে মাথা বাঁচিয়ে গেলেম এই ঢের!

রাধিকা। শোননা—শোননা— কি কাজে তিনি পাঠিয়েছেন ভাই? আমাদের কাছে তাঁর কাজের দরকার হয়—একথা শুনেও বত্তালুম! তবু ভাল, সখা তোমাদের আপনার কাজটি ভোলেন্ না!

বৃন্দা। ওগো—জানি—জানি—তোমার সাধের কালা।

"কাজের বেলা কাজি।
কাজ ফুরুলেই পাজি!"

যতক্ষণ কাছে থাকেন—স্বর্গে তো'লেন—তার পর "বে ফুরুলেই ছান্‌লায় নাতি"! তখন যেন কে কার! যেন কখন চেনা পরিচয় নাই! ধন্নি পুরুষ! পুরুষ——

"আপন কাজে আঁটি সুটি।
পরের বেলা দাঁত কপাটি॥"

নিজের বেলা বাঁসি বাজিয়ে, পথে ঘাটে আট্‌কে, কেঁদে ককিয়ে কুলবতীর কুলের মাথা খেয়ে দ্যান্ তার পর মাথা খুঁড়্‌লেও ফিরে চান্ না!

রাধিকা। তাতো জানি ভাই—তবু শুনিনা কি বোলে পাঠিয়েছেন্?

সুবল। রাজকুমারি! শ্রীকৃষ্ণের সাধ হোয়েছে, আজ তিনি তাঁর প্রিয় গোধন গুলিকে মুক্তার মালায় সাজাবেন! তাই গোষ্ঠে বেরুবার সময় আমায় এখানে পাঠিয়ে দিলেন!

ললিতা। বটে? বটে? তা—বেশ—বেশ—তবে আর কি রাজনন্দিনী—মুক্তোর মালা গুনি খুলে পাঠিয়ে দাও! তোমার সাধের কালার আব্‌দার্‌টা রক্ষা কর

বিশাখা। আমরি! গরুর গলায় মতির মালা? কালো ঠাকুরটির সকলি বেয়াড়া! যা নয়—তাই—

বৃন্দা। ও সই! রাখালে মণীমুক্তোর কি ধার ধারে? তিনি চরাবেন গরু, গরুই তাঁর প্রাণধন! না হোলে এমন সোনার চাঁপা রাজনন্দিনী তাঁর জন্য ঝুরে মরে, আর

তিনি স্বচ্ছন্দে—কতকগুলো ছোঁড়া জড় কোরে হৈ হৈ কোরে ছুটে বেড়ান্? তাঁর কি প্রাণ আছে সই? কই আমার তো নজরে ঠেকেনা—

একেতো আদ্‌মরা প্রাণ শুকিয়ে গেছে তাও।
নইলে কি প্রাণ সোঁপে তারে প্রাণের জ্বালা পাও?

রাজনন্দিনী, এ তো মুক্তোর মালা চাওয়া নয়! এ তোমায় ঠাট্টা করা! তোমার প্রাণে ভাল কোরে দাগা দেওয়া! এ্যাকে তোমার প্রাণ জ্বোলে যাচ্ছে, তার ওপর এই জ্বালা দিতে লোক পাঠিয়েছেন! ছিঃ ছিঃ ছিঃ তোমার যদি সই রাগ থাকে—তা-হোলে—আর সে শঠের নামটি পর্য্যন্ত মুখে এনোনা!

রাধিকা। সই! সেই ভাল। আমার প্রাণের জ্বালা আমি চুপি চুপি সইতে শিখ্‌বো। যার মায়া দয়া নেই, যে পায়ে ধোল্লে পায়ে ঠেলে চোলে যায়, যে সই আমার ব্যাথার ব্যাথি নয়, তার জন্য কেন ঝুরে মরি! সুবল! তুমি ফিরে গিয়ে তোমাদের রাখালরাজাকে বলগে—রাখালে কি মতিরমালার ধার ধারে! ভালয় যার অরুচি, তার তো কিছু ভাল নয়। রাখাল রাখালি কোর্ব্বে, মণীমুক্তোর কথা কোয়ে কেন বল লোক হাসাতে বোসেছেন? ছিঃ—আমার কাছে হাত্ পাত্‌তে তাঁর লজ্জা হোলনা!

সুবল। ভাল—তবে আমি ফিরে যাই! কিন্তু তাও বলি, সামান্য মতীর মালার জন্য তিনি পাঠিয়েছিলেন সত্য। কিন্তু তাঁর অসাধ্য কিছুনেই—ইচ্ছাময় তিনি!

ইচ্ছা কোল্লে গাছে গাছে লতায় লতায় লক্ষ লক্ষ মুক্তা ফলাতে পারেন এটি যেন তোমাদের মনে থাকে।

[প্রস্থান।

বৃন্দা। এই বেশ্। পায়ে ধোরে সাধাসাধির চেয়ে এ ভাল। মনে বুঝুন্—গরবিনী রাজনন্দিনীর মান রাখা যে সে রাখালের কাজ নয়!

রাধিকা। সই—যদি তিনি রাগ কোরে একেবারে পায়ে ঠেলেন্? তখন কি হবে?

বৃন্দা। আহা। এত পায়ে ঠেলাগা? প্রায় পায়ে ঠেল্‌তেবাকি রাখ্‌ছেন্ কিনা? তুমি সই—এই জন্যই এত হাল্‌কি হোয়ে পোড়েছ। সর্ব্বস্বধন চোর্‌কে দিয়ে এখন পথে বোসে কাঁদ্‌তে হোচ্ছে। প্রাণ তোমারও যেমন, তারওত তেমনি? তবে তুমিই বা কাঁদবে কেন সাধ্‌বে কেন, আর তিনিইবা গায়ে ফূঁ দিয়ে তোমার কান্না দেখে হেসে গড়িয়ে যাবেন কেন? যে মেয়ে মানুষ পুরুষকে না কাঁদাতে পাল্লে, তার ধিক্ জীবন।

বিশাখা। রাজনন্দিনী—মিছে আশঙ্কা কোর না। আজ্‌কে তোমার বংশীবদন আচ্ছা জব্দ হবেন এখন। এবার কাঁদিয়ে তবে ছেড়ো।

রাধিকা। তবে চল সই, যমুনায় স্নান কোরে এক-বার ওই পথদে যেতে হবে, দুরে থেকে দেখে যাব কি করেন্? সুবল যা বোলে গেল সে কথাতো সই আমি অস-ম্ভব ভাবিনা।

বৃন্দা। চলত, ভাল দেখা যাবে এখন—আমাদের রাই বড় কি কানাই বড়!

[সখীগণের নৃত্য গীত করিতে করিতে রাধিকাকে লইয়া প্রস্থান]

(গীত।)

চল যাই রাই কিশোরী,
দেখ্‌বো তোমার শ্যাম কি করে।
অপমানে-আপনমনে-বিষম অভিমানের ভরে॥
কাল তার সকল কাল,
কিছুতো নাইলো ভাল;
সোহাগী তার সোহাগে কলঙ্ক ঘরে পরে;—
গোয়েছ অনেক জ্বালা- জ্বলাই চল নটবরে॥

[অন্যপার্শ্ব হইতে জটিলা ও কুটিলার প্রবেশ]

কুটীলা। ওই যাঃ—কোথায় গেল? এই যে একটু আগে পোড়ার মুখিদের এই খানে দেখে গেলেম?

জটীলা। তোর্ তো প্রায় সব কথাই এই রকম ভূয়ো হয়! একদিনওতো হাতে নোতে ধরাতে পাল্লিনে?

কুটীলা। তাই তো মা! হতভাগী বেটী মায়া-বিদ্দে যানে নাকি। এই আছে এই নেই! তা না থাকুক্—দাদা যদি মানুষ হয় তো এইতেই বুঝে যাবে, যে তাঁব বড়সাধের মাগ—নিশি ভোর রাত্তিরে ঘুম পাড়িয়ে তাঁর কোল থেকে উঠে এসে এখানে রূপের বাজার খুলে বোসেছিল।

জটীলা। তাইতো? বউমানুষের বুকের পাটাতো কম নয়? সত্যি সত্যি যদি এসে থাকে—তাহোলেতো আঁটকুড়ির ঝিকে আস্ত রাখবোনা! হাতে পায়ে দড়িদে চোরকুঠুরীতে ফেলে রাখ্‌বো—আদ্‌পেটা খাওয়াব! আর ঐ হতভাগা কাল্‌কুটে ছোঁড়াকে গ্রামের বার কোরে তবে ছাড়্‌বো! কার বউবেটি তা এখনও জানে না বটে? বুকে বসে জীব টেনে বার কোর্ত্তে পারি—তবে এর শোধ হয়!

কুটীলা। এই! এই এরে বলে শাশুড়ি! তবে কি না তুমি মা জ্বোল্‌তেও যেমন নিব্‌তেও তেম্‌নি! যতক্ষণ ক্ষিদে ততক্ষণ তোমার রাগ! মাথায় জল আর পেটে দল পোড়্‌লেই সব ভুলে যাও।

জটীলা। ওমা সাধে ভুলি? ছেলেটা যে কিছুতেই বিশ্বাস কর্ত্তে চায় না! কাজেই আমায় তার কথা শুন্‌তে হয়!

কুটীলা। ছেলেটার কথাই তোমার সর্ব্বস্ব হলো? আর আমি বেটী যে দিবারাত্তির ঘ্যান্ ঘ্যান্ কর্‌ছি, এটা তোমার কাণে ওটে না? আমি বেটী রাঁড় মেয়ে কি না? ওরে মাগী! ও বেটী তোদের মাকে পোকে গুণ কোরেছে, তোরা দেখেও দেখ্‌বিনে, শুনেও শুন্‌বিনে, তোদের মুখে ক্যাং ক্যাং কোরে নাত্তি মাল্লে, তোরা পুজো কচ্ছে মনে কর্ব্বি, আমি হ'লে অমন বউকে কুলোর বাতাস দিয়ে নাচ্‌দোর পার কোরে দিতুম।

জটীলা। তাইত? ওকে প্রায় কি না রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছি? ওতো আর তোর মতন নয়, আজ

তাড়িয়ে দিলে—রাজার মেয়ে—কাল গিয়ে মা বাপের কোলে গে বস্‌বে—তখন তুই কার হিংসেয় গর্‌গর্‌ কোরে মর্ব্বি ?

(আয়ানের প্রবেশ)

আয়ান॥ কালী—কালী—তারা—তারা—তারা! তরাসে তরা মা! কৈরে কৈ—আমায় যে পূজোর ফুল পর্য্যন্ত তুল্‌তে দিলিনে, কৈ—কোথা? তোর আগাগোড়া সকল মিছে? ছি ছি ছি প্রকৃতির অংশ হয়ে এত মিথ্যাবাদিনী তুই? এমন শোভা দেখ্‌তে এনে নিরাশ কল্লি?

কুটীলা। মিছে কথা বইকি? কুঞ্জের ভেতর উঁকি মেরে দ্যাখ, তোমার মাথার মণি—আলালের ঘরের দুলালীর—রাত কাটানর চিহ্ন গুল ভাল করে দ্যাখ। এই খানিক আগে আমি এসে দেখে গেছি, এইখানে বসে পোড়ারমুখী ঢলাঢলি কচ্ছিল। ওই দ্যাখ, শুক্‌নো ফুলের মালা, পদ্মপাতার বিছানা, আরও কত কি, বুদ্ধি থাকেতো বুঝে দ্যাখো, রাতকাটিয়ে হতভাগীরা যমুনায় প্রাতঃস্নান কোর্ত্তে গ্যাছে!

আয়ান। (কুঞ্জদ্বারে—অগ্রসর হইয়া)

আহা মরি—প্রকৃতি-প্রমোদ-নিকেতন,
সংসারের পবিত্র সাধনা সুখাসন,
দেবতা-বাঞ্ছিত এই নিকুঞ্জকানন। (প্রণাম)
আদ্যাশক্তি—রমণীর শিরোমণী রাধা,
প্রেমে পূজি—পরম পুরুষ প্রেমময়ে,

দেখাইছে শিখাইছে নরনারিদলে,
পুরুষ-প্রকৃতি-প্রেম— পবিত্র কারণ—
অহরহ ব্রহ্মাণ্ডের সংযোগে বিয়োগে !
এই সে প্রেমের ফলে প্রকৃতী সঙ্গমে,
ব্রহ্মডিম্ব বিম্ব ফোটে অনন্ত পাথারে,
কালচক্র হাসিয়া ফেরান মহামায়া,
ব্যোমাতীত নিরঞ্জন রহেন চাহিয়া ! !
অসংখ্য অসংখ্য ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর,
পেমাবেশে হাসে—হয় সৃষ্টি স্থীতি লয় !
পবনে—তপনে—শূন্যে—সলিলে—ধরায়,
পঞ্চভূতে সঞ্চরে সে প্রেম নিরন্তর !
দৃশ্যাদৃশ্য বিশ্বকাণ্ড প্রেমের কল্পনা,
প্রেমকাব্যে হেরি শুধু প্রেমের বর্ণনা !
মরি মরি হেন প্রেম কে জীব না চায় ?
শক্তি—ভক্তি প্রেমসুধা যে চায় সে পায় ! !

গীত।

প্রেম—পরমাপ্রকৃতী প্রীতি,
কৃতী সাধক সাধনার মণী !
সিদ্ধশুদ্ধ—জ্যোতির্ম্ময়—যতি—যোগেশ যোগ-জীবনী ॥
পিয়াসে পিয়াসী আপন হারা,
ধ্যানেরি ঘোরে ঘোরে আঁখিতারা ;
মধুমাতুয়ারা, ডাকে তারা তারা ;—
পিযুষ-পূরিত প্রেম সুধা-ধারা—ঝর ঝর ঝরে,

নিয়তী শিহরে,
দূরিত বারিণী শিওরে বিহরে,
মন-মোহ-কর মোহ পারাবারে,
পারকারিণী, পাপতারিণী ;
তাপ-তাপিত তাপ হারিণী ॥

[প্রস্থান।

কুটীলা। তবে তো সবই হোল দেখ্ছি? পোড়ারমুখী কি ধুলপড়াই দিয়েছে, রাগ করা চুলোয় গেল, এইখান্‌টায় টিপ্ টিপ্ কোরে নমস্কার কোরে গেলেন? তুর্‌হোগ্‌গে ছাই, আমিই বা এত কোরে মরি কেন? যাদের মাথা হেঁট হচ্ছে, তারাই যখন দেখেও দেখ্‌ছে না, তখন আমার প্রাণ কর্ কর্ কল্লে কি হবে? আঃ—মোলে আমার হাড়্‌টা জুড়য়, এই পাগ্‌লা ভেয়ের পাত্‌ড়াচাটা ঘোচে, আর এই সব কেলেঙ্কারীগুল দেখ্‌তে হয় না। আহাহা—যেমন মা—তার তেম্‌নি ছাঁ! যা মাগী—যা—তোর আদরের বউকে চিনি ভিজিয়ে দিগে যা! সমস্ত রাত জেগে তোর পিণ্ডি চট্‌কেছে, মায়ে পোয়ে মাথায় তুল্‌গে যা!

জটীলা। আমি এমন মাথায় তুলি না! যার জিনিস্—সে যা বুঝ্‌বে কোর্‌বে, মাথায় তুল্‌তে হয়—সে তুল্‌বে! আমার কি? আমিত আর তার হাততোলার ওপর থাক্‌তে যাচ্চি না। আমার আপনার বাড়ি ঘর, আপনার ধন দৌলত, আমি কি কারো তোয়াক্কা রাখি নাকি? এখন—চ, তোর থোঁতা মুখ্‌তো ভোঁতা হয়েছে, যেমন ননদগিরি ফলাতে

গিছ্‌লি, তেম্‌নি জব্দ হোয়েছিস্‌তো? এখন থেকে আর বোয়ের কথা মুখেও আনিস্‌নি!

কুটীলা। মুখে আন্‌বোনা কিরে বেটী? ওকে কি অম্‌নি ছাড়্‌বো? ওর সাদামুখ পুড়িয়ে কাল কর্ব্বো, দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ঢাক বাজাবো, দেশশুদ্ধ ছেলে বুড়োয় কাটি কোরে মুখে গু তুলে দেবে! এ যদি না পারি তো আমায় বাপে জন্ম দেয় নি—

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয়াঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য—যমুনাতীর গোষ্ঠ।

(তরুমূলে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম চতুর্দ্দিকে রাখালগণ)

রাখালগণের গীত—

কালিন্দীর তীর, তরুতল শুশিতল;
মিলনে মোহিল দুঁহু ভাই।
শ্রীঅঙ্গে মাধুরি মাখা,
শিরে শিখি পাখা বাঁকা;
বাঁকা আঁখি নিরখি সদাই;—
সুধারে সুধার ধারে পরাণ জুড়াই॥

শ্রীদাম। রাখাল রাজা ভাই। আজ যমুনার শোভা একবার দেখো-

শ্রীকৃষ্ণ। আমরি—মরি

লহরে লহরে, রবি ছবি দোলে,
কাল জলে আলো জ্বলেছে।
উছুলে উথুলে, কল কল কলে,
গরবিনী শ্যামা চোলেছে॥

বলরাম। আহাহা! ভাই! রবি করে শ্যামাঙ্গিনী যেন প্রাণের হাসি হাস্‌ছে। হাসি মুখে তোমায় দেখে প্রাণ জুড়াবে বোলে আজ যমুনাসতীর এত আনন্দ।

শ্রীকৃষ্ণ। আহা ভাই। তটিনী কুলু কুলুনাদে যেন অনবরত প্রাণের কাহিনী গান কোচ্ছে। এমন প্রাণ ভুলানো বিভোর ভাব ভাই আরতো কোন সঙ্গীতে নাই।

(রাখালগণের গীত)

ভাগ্যবতী তুঁহি ও যমুনা মাই।
তোর কোলে দোলে কানাই বলাই,
সীত অসীত দুটি ভাই।
তোর জলে দেখে আপনার ছাঁই,
তোর কালজলে আলো জ্বলে তাই,
তাই একুলে ওকুলে ধাওয়া ধাই॥

বলরাম। একি? সবাইকে দেখ্‌ছি—সুবল কোথা গেল?

শ্রীকৃষ্ণ। আমি তাকে একটি গজমুক্তা সংগ্রহ কোরে আন্তে পাঠিয়েছি ভাই!

বলরাম। কেন ভাই—মুক্তা কেন?

শ্রীকৃষ্ণ। ভাই! ভাই! মুকুতায় সাজাব গোধন!
জননে জননী সমা জীবন দায়িনী,
পুণ্যবতী ভগবতী সুরভী নন্দিনী,
ক্ষীর সুধা নীর সম বিলান জগতে
মায়াময়ী—মানবের বড় আদরিণী!
আদরে দোলাব গলে মুকুতা মালিকা,
নাচিবে খেলিবে সুখে ধবলি শ্যামলি!

বলরাম। ভাই! ভাল খেলা খেলিতে কোরেছ সাধ?
জন্ম প্রেমে—কর্ম্ম প্রেমদান—জন্মাবধি—
করিছ তাহাই! প্রেম খেলা খেলিতেছ!
বাঁধিছ পবিত্র প্রেমে জগৎ সংসার!
সদাব্রত প্রেমের গোকুল—ভূগোলক!
প্রেমশিক্ষা পাইছে সমগ্র জীবদল!
সাধন—ভজন—জ্ঞান-কর্ম্ম আচরণ,
নাহি প্রয়োজন—নাহি নর উপকার!
প্রেমি মোক্ষ—প্রেমেই নির্ব্বাণ ধরাধামে—
খেলা ছলে শিখাইছ ভাই ভাই সবে!

শ্রীদাম। ভাই কানাই! ওই যে সুবল ম্লানমুখে যেন কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ফিরে আস্‌ছে!

শ্রীকৃষ্ণ। কেন? কেন? (সুবলের প্রবেশ।) কেন ভাই সুবল! তোমার চক্ষে জল কেন ভাই? কি হোয়েছে বল!

সুবল। ভাই কানাই! কেন আমায় পাঠিয়েছিলে?

আমি যে প্রাণে বড় ব্যথা পেয়েছি ভাই! যা কখনো কেউ আমরা ভাবিনি, আশা করিনি, আজ আমার কপালে তাই ঘোট্‌লো! যারা তোমার নামে টলে, রূপে গলে, বাঁশি শুনে পাগলিনীর মতন ছুটে আসে, তারাই আজ তোমায় তাচ্ছ্যল্য কোল্লে? ছিঃ ভাই—অভিমানে আমার প্রাণ জ্বোলে গেল! তোমার অপমান শোন্‌বার জন্য কি আমাকেই পাঠানো তোমার উচিত হয়েছিল?

বলরাম। কেন সুবল! তারা কি মুক্তার মালা দিতে কাতর হলো?

সুবল। কাতর হলো? বলাই দাদা, কাতর কাকে বল ভাই? তাদের কি আর সেদিন মনে আছে! কেঁদে ককিয়ে—হাতে ধোরে পায়ে পোড়ে তত সাধাসাধি এখন তারা সব ভুলে গেছে! যখন ভাই কানাই ফিরে ও চাইতোনা—তখন তারা নরম ছিল, এখন গরম—ভারি গরম ভাই ভারি গরম! গরব কোরে—আমায় যা মুখে এলো বোল্‌লে! আমি ও কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ফিরে এলেম!

শ্রীকৃষ্ণ। মতির মালা তবে দেখ্‌ছি শ্রীমতি দিলেন্‌ না?

সুবল। দেওয়া? দেওয়া দূরে থাক্‌—দশকথা শুনিয়ে দিলে ভাই! বোল্লে—রাখালে মতিরমালা কি কোরে চিন্‌বে বল, না হোলে আর গরুর গলায় পরাতে সাধ হবে কেন?

শ্রীকৃষ্ণ! বটে—বটে? তা বেশ্‌ হোয়েছে! আমি ও তো তাই চাই ভাই!

শ্রীদাম। কি চাও ভাই! অপমান? অপমান হোতে ও তুমি ভালবাস নাকি?

শ্রীকৃষ্ণ। ভালবাসি বইকি ভাই!

সুবল। তাই বুঝি—তাই বুঝি ভাই জেনে শুনে আমায় পাঠিয়েছিলে? তা ভাই—আমাদের কাঁদাতেও কি ভাল বাস?

শ্রীকৃষ্ণ। তা ভালবাসি বইকি! কাঁদ্‌তে না জান্‌লে যে হাসির সুখ টের পাবেনা! আমি যে ভাই হাসাতে হোলে, আগে কাঁদিয়ে নিই! কেঁদে এসেছ—এইবার হাস্‌তে হবে! তারা তোমায় অপমান কোরে ফিরিয়ে দিয়েছে, আমরাও তার শোধ ভাল কোরে দেবো! তারা চখের জলে নাকের জলে হোলেতো তুমি সন্তুষ্ট হবে ভাই!

সুবল। তারা তোমার পায়ে ধোরে কাঁদ্‌বে—তুমি হাস্‌বে আর আর আমরা পাশে থেকে দেখ্‌বো—নাচ্‌বো—গাইবো—টিট্‌কিরি দেবো—আর তারা বড় কি তুমি আমাদের বড়, এইটেতাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবো! তবে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হবে!

শ্রীকৃষ্ণ। ভাল—তাই—কচ্ছি ভাই! মুক্তার মালা চাইতে গিয়ে তুমি অপমান হোয়েছ। এখন একবার সবাই চেয়ে দ্যাখ, একটিমাত্র মুক্তায় আজ সমস্ত গোধন সাজাবো। অসংখ্য মণীমুক্তারমালা দেখে সকলের চক্ষু জুড়াবে! [একটি মুক্তা ভূমিতে প্রোথিত করণ।]

(মধুর বাদ্যের সহিত পটাপসরণ—সম্মুখে উজ্জ্বল ও বিবিধবর্ণের মণীমাণিক্য ভূষিত তোরণ প্রকাশ—তোরণ মধ্যদিয়া বহুদূর বিস্তৃত মুক্তালতাবলি ও সজ্জিত গোধনগণ প্রকাশমান।)

রাখালগণের গীত।

মানস মোহিত মুরারি—নেহারি—
মুকুতা লতা সারি সারি।
আহা মরি মাধুরি—
নয়নে ধরে না গিরিধারী॥
কিবা লাবণ্য ঢল ঢল,
শিতল—উজ্জল ;
গজমতী জ্যোতি মনোহারি ;—
পুলকিত চিত নরনারি—নেহারি॥
কিবা মানিক্য অতুলন,
গোধন—সাজন ;
সুশোভন—বন—বনোয়ারি ;—
পুলকিত চিত নর নারি নেহারি॥

শ্রীকৃষ্ণ। সুবল! ভাই! কেমন? তোমার মনমত হোয়েছেত ?

সুবল। ভাই কানাই! প্রাণের জ্বালা ভুলে গিয়ে—

কেবল তোমার এই অমানুষি ক্ষমতার বিষয় ভাব্‌ছি! ভাই! আমরা ধন্য হোলেম!

বলরাম। ধন্য ভাই! ধন্য এ পবিত্র ব্রজধাম!
ধন্য এ গোকুল মরি মর্ত্তের গোলক!!
ধন্য গোপগোপিনীনিকর! নরমাঝে—
নরোত্তম—ধন্য নন্দ ধন্যা যশোমতী,
প্রসবিল পূর্ণব্রহ্ম প্রেমিক তনয়!
ধন্য এ মুকুতালতা প্রেম নিদর্শন!
ধন্যরে রাখালদল সাথি মাধবের!
ধন্য প্রেম! ধন্য প্রেমলীলা! লীলাময়—
ধন্য তুমি! ধন্য তব অপার মহিমা!
বিশ্বরূপ—ধন্যরূপ স্বরূপ তোমার!
অবতার—অবতরি বিশ্বের মাঝারে,
ধন্য প্রেম-ভক্তি-লীলা দেখাইছ হেলে!
ধন্য এ ধরিত্রি—ধন্য স্থাবর জঙ্গম—
ধন্য—কৃষ্ণচন্দ্র আজি উদিত হেথায়!!

(রাখালগণের গীত।)

চিন্তামণী—চিন্তে পেরেছি—
তোমায় চিনে নিয়েছি।
(ও ভাই) কালরূপের আলোয় আলোয়—
ভাল বেসেছি॥
প্রেমপিয়াসে—পরমসুধার—
আশায় ভেসেছি।

(ও ভাই) খেলার ছলে—এ গোকুলে,
সাথি হোয়েছি।
(ও ভাই) সাধনের ধন—রাঙ্গাচরণ,
শিরে ধোরেছি॥

(শ্রীকৃষ্ণের গীত।)

প্রেম বিলাতে এসেছি ভাই,
প্রেম্ বিলায়ে যাব।
যার্ প্রাণে প্রেম্ দেখ্‌তে পাব,
তার পানেতেই চাব
ধ’র্ত্তে এলে এগিয়ে গিয়ে,
আপ্‌নি ধরা দেব।
সোহাগ ভরে সূক্ষ্ম ডোরে,
বাঁধ্‌লে বাঁধা রব॥

শ্রীদাম। দেখো ভাই দেখো! আমরা অজ্ঞান বালক! আমরা তো প্রেম জানিনা! দেখো ভাই! আমাদের যেন পায়ে ঠেলোনা! ওই চাঁদমুখখানিই যে আমাদের সর্ব্বস্ব—এটি যেন মনে থাকে?

শ্রীকৃষ্ণ। আর মনে থাকা! ওই দ্যাখ—ওই দ্যাখ—ওরা আস্‌ছে—ওদের দেখে সব ভুলে যাচ্ছিযে ভাই!

সুবল। তাইতো—এসে পোড়্‌ল যে?

শ্রীকৃষ্ণ। সকলে—একা একা—আলাদা আলাদা

গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়! দেখা যাক্—গরবিণী রাই মুক্তালতাবলী দেখে কি করে! সুবল! এইবার ভাই তোর মনের মত হবে!

[সকলের ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষান্তরালে লুকায়ন]

(রাধিকা, বৃন্দা ইত্যাদি সখীগণের প্রবেশ)

রাধিকা। একি? একি? আমরি মরি—কি সুন্দর! এমন শোভাত সই আর কখন দেখিনি! চক্ষু জুড়ালরে—

লতায় লতায় ফুটেছে মুকুতা,
হারে গাঁথা সারি সারিলো সই।
তবকে তবকে ঝক্ ঝক্ ঝকে,
অরুণ কিরণে ঝকিছে ওই॥

বৃন্দা। রাজকুমারি! তোমারি কথা ঠিক্! যা ভেবে ছিলে তাই হোয়েছে! এখন একটা কথা জিজ্ঞেস্ করি, চোরের ধনে বাটপাড়ি কোল্লেত ভাল হয়! এই তো দেখ্‌ছি—কেউ কোথাও নেই, এই সময়—সকলে কিছু কিছু আঁচলে বেঁধে নিয়ে যাই চল!

ললিতা। সত্যি কথা বোল্‌তে কি রাজকুমারি! আমার ত ভাই—দেখেই লোভ হোয়েছে! কেবল তোমাদের মুখ চেয়ে এতক্ষণ দেখ্‌ছিলেম—তা বেশ হোয়েছে—বুনো গাছের ফল—তুলে নে গেলেই হোল! কি বল?

রাধিকা। কাজ্ কি সখি? তোমরা কি তাঁকে চেন

না! কেন আবার একটা অনর্থ বাধাবে বল দেখি! দেখাতো হোল—এখন চল—মনরে জ্বালা মনে মনেই রাখগে—সই—আমায় তিনি পায়ে ঠেলেছেন, আমার আর মণীমুক্তায় কাজকি সখি?

বিশাখা। তোমার না কাজ থাকে, তুমি ভাই বাকল পোরে—জটায় মাথা ঢেকে—যমুনার ধারে বোসে কাঁদগে! আমাদের এখন ও আমোদ কর্‌বার বয়স যায়নি। আমরা যে এত গাদাগাদা মণীমুক্তো দেখে—শুধু হাতে যাবো—তাতো পার্ব্বনা ভাই! তাতে আবার পথে পোড়ে রোয়েছে!

বৃন্দা। রাজকুমারি! চলনা! তোমার গুণনিধি এ সব তোমারই জন্য রেখে গেছেন। এটা খোসামোদ করা! ছিঃ! কৃষ্ণভাবিনী হোয়ে এই সামান্য ভাব্‌টা বুঝ্‌তে পাচ্ছনা? চল—সবাই আঁচল ভোরে মুক্তাফল তুলে নে ঘরে যাই। সবাই দেখে হিংসেয় ফেটে মোর্ব্বে এখন!

রাধিকা। তবে চল—কিন্তু আমারতো সই মন্ সোর্‌ছেনা—পা—চোল্‌ছেনা!

(সখিগণ সহিত রাধিকার তোরণ মধ্যে প্রবেশ)

সকলে। (প্রকাশ হইয়া) চোর্—চোর্—চোর্—ধর্—ধর্—ধর্—

শ্রীকৃষ্ণ। তাইতো—চোরইতো দেখ্‌ছি! ওই যে সব কোঁচড় ভারি ভারি ঠেক্‌ছে!

সুবল। বলি ওগো! মুখ লুকুলে হবেকি! এই-খান্ দে সবাইকে বেরুতে হবে ও ভাই! এ দেখ ছি মাগি চোর!

শ্রীকৃষ্ণ। বটে—বটে? তবে তো ভালই হোয়েছে! এক একটিকে ধর—আর আমার কাছে নিয়ে এস মাগী চোরকে সাজা দিতে আমি খুব মজবুৎ!

সুবল। বলি—এসো—সব একে একে বেরিয়ে এসো! আর ঘোম্‌টা টেনে—পেছু ফিরে দাঁড়ালে কি হবে? আমি চিন্‌তে পেরেছি! সহজে আস্‌বেনা দেখ ছি! ওরে ভাই—তোরা সর চারপাশদে গিয়ে তাড়া লাগা, সব একদড়িতে বেঁধে মথুরায় চালান দেবো তবে ছাড়বো!

(তোরণ হইতে সকলের একে একে আগমন)

এইযে! ইনিকে! সবপ্রথমে—সবার সেরা—দাগি চোর বুঝি? এইবার যে সবার মুখে চুন্‌কালি দে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে—উল্টো গাধায় চড়িয়ে বৃন্দাবনের বার কোরে দিয়ে আস্‌বো!

শ্রীকৃষ্ণ। সুবল—ভাই তাতে ওদের কি লজ্জা হবে? ওদের যে নাক্‌কান্ দুই কাটা! দেখ্ ছোনা সব পুরনো চোর, নইলে যোট বেঁধে দিনে দুপুরে চুরি কোর্ত্তে এয়েছে? ও ঘোল্ টোল্ ঢালা ওদের সওয়া আছে! কিছু নুতন থাকে তো বল!

শ্রীদাম। আমার ইচ্ছে হোচ্ছে—ওদের কজনের মাথায় চোরাইমাল চাপিয়ে—বৃন্দাবনের বাড়ি বাড়ি

দেখিয়ে নে বেড়াই! ছেলে বুড়োয় পেছনে পেছনে হাততালি দিতে থাক্—আর মাগিরা লোহা পুড়িয়ে মুখে বুকে চোর ছাপ্ দিয়ে দিক্!

সুদাম। আমি বলি—তাতেও টিট্ হবেনা! পুরুষ চোর সওয়া যায়—মেয়ে চোর বড় বালাই! আমি বলি ও মায়া দয়ায় কাজ নাই—একদড়িতে পিছ্‌মোড়া কোরে বেঁধে—রাজার দরবারে পাঠিয়ে দাও!

বলরাম। আরে না—না—কি বল? এ যে সব চেনা মেয়ে—ছেলে! ওই যে, আমাদের লক্ষিমামিটী! আহা—যেন লজ্জাবতী লতাটি গো!

শ্রীকৃষ্ণ। সে কি? সেকি? কই? তাই এতক্ষণ দেখ্‌তে হয়? আরে দূর্ ছোঁড়া—যা—যা—একজন দৌড়ে গিয়ে মামাকে, মামীকে আর জটিলা দিদিকে খপর দিগে যা!

বৃন্দা। কালাচাঁদ! তোমার পায়ে ধরি—আর আমরা এমন কর্ম্ম কোর্ব্বনা! আমাদের ছেড়ে দাও—আর তাঁদের ডেকে দিওনা! আমরা মরমে মোরে যাচ্ছি! মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দেওয়া কি উচিত হয়? অনেক প্রকারে নির্দ্দয় হোয়েছেন—এ নিষ্ঠুরতা নাই কোর্লেন!

শ্রীকৃষ্ণ। আচ্ছা—যাও—আজ তোমাদের ছেড়ে দিলাম—

সুবল। বটে? অমনি গোলে গেলে ভাই? আচ্ছা—তোমার ইচ্ছাই সম্পূর্ণ হোক্! কিন্তু ওকি? ও কুলো

মুক্ত যে নিয়ে যাও? তা হোচ্ছেনা। একে একে ওই খানে সব আঁচলের মুক্তাগুলি রেখে যাও, তা—নইলে ছাড়্ছিনা!

বিশাখা। এই নাও! এই নাও! ভারিতো মুক্তো!

(সকলের মুক্তাপ্রদান ও প্রস্থান।

শ্রীদাম। ওতে শুধু হবেনা—সব কাপড় ঝাড়া দিয়ে যেতে হোচ্ছে! আরে পালায় যে—ধর্—ধর্—ধর্!

রাখালগণ। ধর্—ধর্—ধর্!

[শ্রীকৃষ্ণ ও সুবল ব্যতীত সকলের দ্রুত প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। ভাইরে! যার জন্য এত—সে আমার দুঃখিনীটির মত শুষ্কমুখে চোলে গেল। ভাই! আমার যে আর সয় না। রাধার দেখা এখনি না পেলে আমি আত্মহত্যা কোর্বো। তার সেই বিরসমুখে সরস হাসি না দেখ্লে—প্রাণে বাঁচ্—বোনা! তাকে দেখ্বো, তার হাত দুখানি ধোরে মান ভিক্ষা কোরে নেবো—তার মুখখানি পানে চেয়ে চেয়ে প্রাণের তৃষা মিটাব! তারে নিয়ে আয় ভাই, আমি পথ পানে চেয়ে রইলেম। না এলে---গোষ্ঠ হ'তে আর ফির্বোনা প্রেমের দায়ে আত্মবলিদান দেবো!

(শ্রীকৃষ্ণের গীত)

এযে বড় যাতনা হোল। (প্রাণে)
অভিমানে আদরিণী কাঁদিয়ে গেল॥
লজ্জাবতি লতাটিযে লাজে লুকাল,
মরমে মরণজ্বালা চাপিয়ে নিল।

আর তো না ফিরে চাহিল॥ (সে আমার)
শুন্যে যেন কমলিনী মিলায়ে গেল,
দেখিতে দেখিতে আর দেখা না হোল।
প্রাণে বড় দাগা দে গেল॥ (সে আমার)
ভালবাসা আশা দীপ বুঝি নিভিল,
কাঁদিয়ে কামিনী মোরে কাঁদায়ে গেল।
বিরহে বিষাদ ঘটিল॥ (মরি হায়)

(সুবলের গীত)

কি মোহে মোহিত চিত ও প্রাণ কানাইয়া।
কাহে নয়ননীর ঝরে উরে ঝরিয়া॥
তাপ তপত কায়,
কাহে শিহরে যায়;
মাধব রাধা তব চরণে বিকাইয়া;
প্রাণে বেঁধেছো প্রাণে পিরিতী বিলাইয়া।
পাবে প্রাণের নিধি ফেল আঁখ্ মুছিয়া॥

পটক্ষেপন।

তৃতীয়াঙ্ক।

প্রথমদৃশ্য—আয়ানের অন্তঃপুর—একদিক হইতে জটীলা অপরদিক হইতে কুটীলার প্রবেশ।

কুটীলা। এয়েছে—হতভাগী এয়েছে ?

জটীলা। কেন? ওইতো বেশ রাঁধুনীদের সব যোগাড় কোরে দিচ্ছে—নিজে স্বোয়ামির রান্নার উজ্জুগ কোচ্চে, বউমা যেন কাজের সময় দশটা হয়! আমার এমন অন্নপূর্ণ সতীলক্ষীবউকে তুই যে কেন দুচক্ষু পেড়ে দেখ্‌তে পারিস্‌না, তাত বাছা আমি বুঝে উঠ্‌তে পারিনে!

কুটীলা। তা পারবে কেন? পাতরখাগি—বোকেমি বুঝি খুব্‌গতর দেখ্‌লি? আমি বেটি যেন তোর সংসারে কড়ার কুটো গাছটি নাড়িনা। আ হতভাগী—একচোকি! ইট্‌ঁ মাঁ আঁমাঁর সঁতীঁলক্ষীঁ! ওঁ বেঁ হাঁমাঁর সঁতীঁল-ক্ষীঁর ঝিঁ সঁতীঁলক্ষিঁ! হ্যাঁ—তুই আপনি যেমন ডাক্‌সা ইটে সতী—বউকেও তেমনি সতী কোরে তুল্‌তে পাচ্ছিস্‌—তবে বল্‌তুম্‌ শাশুড়ি!

জটীলা। তুই বেটি সতীর মেয়ে সতী কি না তাই যাকে তাকে অসতী দেখিস্‌! তুচ্ছ তাচ্ছল্য কবিস্‌! মরণ্‌ আর্‌ কি। বেটি গুমরে মোচ্চেন্‌! আপ্‌সে আপ্‌সে হিংসেয় হিংসেয় পাত হোয়ে যাচ্ছেন! আরে বেটি—

ছেলে বেলায় কোড়ে রাঁড়ি হোয়ে অবধি তো—ব্রজের কচি কচি বৌ বেচারিদের হাড়ে নাড়ে জ্বালাচ্চিস্—তবু তোর আশ্ তো মেটেনা! বেটি যখন নিজে সাঁচ্চা তখন যার তার লুকোনো নাগর ধোরে বেড়াবার দরকার কি? কে কোথায় খারাপ কাজ কোল্লে—তোর যেন অমনি টনক্ নোড়্লো। হ্যাঁ বাবু, নিজের ভাতার পুত কেউ কেড়ে ন্যায়, ভুলিয়ে রাখে, তা হোলে ও যা হোক রাগ হয়, হিংসে হয়, তা যখন নয়—তখন কেন বেচারিদের হিংসে করে মরিস্? তাদের রূপ আছে, যৌবন আছে, রাজার মতন যুবো স্বোয়ামি ঘরে—সুখের সীমে নেই—তা এমন সব সুখের সংসারে—আগুন ধরিয়ে দিতে ও তো তোর ভাল লাগে? এখন রূপ গেছে—বয়সও যায় যায় হোয়ে দাঁড়িয়েছে—যাদের রূপ, যৌবন, বয়েস আছে—তাদের ভাল দেখ্লে জোলে মরিস্ কেনরে বেটি? দিন নেই রাত নেই—কেবল তেতাতিতিঃ। যাঃ—নিজের ঘরে গিয়ে জল টল খেয়ে ঠাণ্ডা হোগে যা, আমি এলে—তারপর পাড়াবেড়াতে যাস্।

[জটীলার প্রস্থান।

কুটীলা। বেটি মনের কথা টেনে বোলেছে! সোমত্ত বয়েস্ গিয়েইতো আমি মরমে মরে আছি। নইলে বউ পোড়ারমুখীর আর কেষ্টকে একা পেতে হোতনা! দেখা তুম্ কেমন হলায় গলায় ভাব! দশটা ছুড়ি লাগিয়ে দিয়ে ওর মাথা খেয়ে দিতুম, অথচ কুচুটে কেলে ব্যাটাকে দিনরাত

চোখের জলে নাকের জলে কোরে ছাড়্তুম। কেমন কোরে পুরুষ বশ কোত্তে হয়—তা—চলানীকে শিখিয়ে দিতে পারি। নিজেকে বশ কোর্ত্তে হয়নি বটে, কিন্তু বলুগ্ না ব্রজের কোন বেটি ঝিউড়ি বোল্‌তে পারে যে আমার মন্তরে তাদের স্বোয়ামি বশ হয়নি?

[প্রস্থান।

[একদিক হইতে সুবল অন্যদিক হইতে রাধিকার প্রবেশ]

সুবল। এই যে শ্রীমতি।

রাধিকা। কেও—সুবল যে? কি ভাই—কি মনে কোরে?—অপমানের কি কিছু বাকি আছে নাকি?

সুবল। ছিঃ—তুমিও কি পরিহাস্‌কে অপমান ভেবে থাক? কানাই যে আজ রহস্য কর্‌বার জন্যই মুক্তাবন সৃজন কোরেছিলেন—কানাইয়ের সর্ব্বস্বধন তুমি—তুমি কি তা বুঝ্‌তে পারনি। তুমি অবুঝ্ হোলে যে—তোমার কৃষ্ণচন্দ্র শক্তিহীন হবেন? (নেপথ্যে বংশি নিনাদ) ওই—ওই—ওই শোন। রাধানামে সাধা বাঁশি—রাধার নাম ধোরেই বাজ্‌ছে।

রাধিকা। ভাই সুবল! এমন অসময়ে কেন বাঁশি বাজ্‌লো?

সুবল। তাইতো বোল্‌তে এসেছি! তোমার মানের ভয়ে কানাই আকুল! তুমি যদি রাগ তাপ কোরে দুটো বোকে ঝোকে চোলে আস্‌তে, তা হোলে ততটা ভাবনা ছিল না, সেই যে মলিন মুখে—দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে—জল-

ভরা চক্ষু দুটি নামিয়ে চোলে এলে—অমনি তাঁর যেন চমক হোল। শুন্যপানে—কাতর নয়নে ক্ষণেক চেয়ে থেকে—বড় ব্যাকুল হোয়ে পোল্লেন্—কি করি রাধা? কানাইয়ের সে ব্যাকুলতা কি আম্‌রা প্রাণ ধোরে সইতে পারি।

রাধিকা। সুবল! ভাই! আমিও যে সইতে পাচ্ছিনা। তোম্‌রা তো চক্ষে দেখেছ আমার যে শুনেই বুক্ ফেটে যাচ্ছে। এখনি সব ছেড়ে তাঁকে ছুটে গে দেখে আস্‌তে ইচ্ছা হোচ্ছে। তিনি আমায় ডেকেছেন-তিনি আমায় চরণে রেখেছেন-আমার বড়সাধের শ্যামচাঁদ-আহা সুবল আমার সর্ব্বস্বধন নীরদবরণ-তাঁর ওপরে মান করা কি সাজে ভাই। (নপথ্যে পুনরায় বংশি নিনাদ) এই যে আবার। তাইতো? আমারও প্রাণ যে বিষম ব্যাকুল হোয়ে উঠ্‌লো। সুবল! ভাই! এই দিবা দ্বিপ্রহরে কেমন কোরে যাই বল দেখি?

সুবল। তার চিন্তা কি? চিন্তামণীর কার্য্যে কি চিন্তার বিষয় কিছু আছে। তুমি আমি উভয়েই সমমূর্ত্তি। আমি তোমার বেশ পরিধান কোরে গৃহকার্য্যে নিযুক্ত থাকি, আর তুমি আমার এই রাখাল সাজে সেজে গোষ্ঠে যাও। কারুরই সন্দেহ হবেনা।

রাধিকা। তুমি কি পার্ব্বে-ভাই? আমার প্রকৃতি পূজক শক্তি-সন্তান ঊর্দ্ধরেতা স্বামির পূজা গ্রহণ কর্‌বার সময় হোয়ে এসেছে, এখনি তিনি-বিগ্রহ পূজা সাঙ্গ কোরে আস্‌বেন, ভক্তের ভক্তি সঙ্গীতে এখনি যে আমায় জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে-আসনে অধিষ্টান হোতে হবে?

সুবল। তা হোক্ রাজকুমারি-আমারাও প্রধান পুরু-ষের সঙ্গের সাথি। মুর্ত্তিমতী প্রকৃতি-রূপিণী তুমি, নিজ তেজে আমায় জ্যোতির ভূষণে ভূষিত কোরে যাও। তোমার ভক্ত স্বামির সাধনা বিফল হবে না?

রাধিকা। ভাল ভাই-এস তবে দুজনে বেশ পরিবর্ত্তন করিগে। তুমি পুজা গৃহে গিয়ে আসনে বোসগে, তোমাতে আমার পুর্ণজ্যোতি অর্পণ কোরে আমি ও আমার শ্যাম-চাঁদ দর্শনে যাই, জ্যোতির্ম্ময়ীরূপে আয়ান বিমোহিত হবে! কিন্তু দেখো ভাই সুবল! রায়বাঘিনী ননদিনী যেন ধোরে না ফেলে?

[উভয়ের প্রস্থান।

কুটীলা। (প্রবিষ্ট হইয়া) বোয়ের সঙ্গে ওটাকে? একটা রাখাল না। তাইত! বউড়ি পোড়াকপালি যে ওর সঙ্গে খিড়্কির দিকে চোল্ল! কোথাও যাবে নাকি? সেই কেলে হতভাগার ডাক্ পোড়েছে বুঝি। হুঁ-ঠিক্ ঠিক্ তাই বটে বাঁসি বাজ্ছেলো। আমি তখনি সন্দ কোরেছি যে একটা না একটা কিছু ঘোটেছে! আজ বুঝি দুপুরে মাতন হবে। তাই বটে। তা-বেশ হোয়েছে, আজ বাঁদুরে বোকা দাদাকে-হাতে নোতে ধোরে দেখিয়ে দেবো। যাই-খিড়্কির দোর পেরুতে না পেরুতে খপ্কোরে ডেকে আনিগে।

(প্রস্থান।

(আয়ানের গান করিতে করিতে প্রবেশ)

গীত।

শক্তি সনাতনি মা আমার।
তুই মুক্তিসাথি, ব্যথার ব্যথি,
তোর ভক্ত তরে মুক্ত দ্বার॥
জীবপ্রসূতি হোয়ে, ধরা ধর হৃদয়ে;
সাকারা রূপিণী তারো জীব নিচয়ে;—
সদা নয়নে হেরি, ওমা তুমি সবারি;
জননী-ভগিনী-জায়া মায়া-মোহাধার।
সদা শীব বাসনা সাধনা সবাকার॥

আয়ান। (দ্বারের যবনিকা সরাইয়া সিংহাসনে জ্যোতির্ম্ময় মুকুটশিরে সুবলকে দেখিয়া রাধিকাভ্রমে) এই যে? আহাহা—মরি মরি কি মাধুরি! ওরে চক্ষে যে ধরেনারে! এমন রূপতো কারো দেখিনিরে—

জ্যোতির্ম্ময়ী—সাধনার ধন, সপ্তজন্ম
তপস্যার নিধি! বিশ্ববিমোহিনী বামা,
দিব্যরূপে বিহরিছ রাজ্যে হৃদয়ের!
বিশ্বে কোন ছার ক্ষুদ্র অধম এ দাস,
বালুকণা সমুদ্র বেলায়, নিরুপায়—
অন্তিমে মিলাবে তব পায়, এই চায়—
অন্য আর কিছুই না চায়, রক্ষদায়—
বিশ্বেশ্বরী বিশ্বোদরী নমামি চরণে!!

রাধিকাবেশী সুবল। শক্তিপূজি মহাশক্তি কর আরাধন !
আয়ান। মহাশক্তি রমণীকায়ায়, তাই নারি
আরাধ্য জনমাবধি—পূজি শ্রীচরণ !
দীক্ষা শিক্ষা সকলি শক্তির ! যতদিন—
জীবলীলা, শক্তি পূজি রহিব জাগিয়ে,
শক্তিপূজা লক্ষ্য জীবনের ! নারীরূপে
ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপিনী, নারী পূজ্যা সবাকার !
রমণী জননী জীবে(র) জননী রমণী,
মহীয়সি মহিলায় এই শিক্ষা পাই।
সুকল্যাণী সতী শক্তি অংশজাতা নারি,
রমিবারে নরে জন্ম ধরে গো ধরায়,
তাই নারি রমণী এ জীবজগতের !
গর্ভে ধরি পতিরে প্রসবে পুত্ররূপে,
রমণী জননী তাই বিজ্ঞানবচন ! !
জননী ভগিনী জায়া ধর্ম্ম আচরণে,
জাগান্ নিদ্রিত জীবে অনন্তের কোলে,
ক্রমে জীব আত্মতত্ত্ব ভাবিতে ভাবিতে।
অন্তিমে মা ব্রহ্মময়ী বাহু প্রসারিয়ে,
কোলে তুলে নে যান্ তনয়ে ত্বরাত্বরি,
জীবচক্ষে লুকায় এ জনমের মত,
স্মৃতিমাত্র থাকয়ে পড়িয়া ! জন্ম—কর্ম্ম
মৃত্যু জগতের, সকলি শক্তির খেলা,
শক্তিপদে শত শত প্রণাম আমার ! !

(প্রণাম)

(কুটীলার পুনঃ প্রবেশ।)

কুটীলা। (সবিস্ময়ে) ওমা একি গো? তাইত—এ কি রকম হলো? ছুঁড়ি মায়াবিদ্দে জানে নাকি? এই বার বুঝি ঠকালে? ইঃ—তাইত কি লজ্জা! ছিঃ ছিঃ কোথা যাব? ঠিক্ ঠকালে? চোখে কাণে দেখ্‌তে দিলে না? বাপ্‌রে—এমন মায়াবিনী মেয়েমানুষত কখন দেখিনি, আমার গা—তাও শিওরোল?

[প্রস্থান।

তৃতীয়াঙ্ক।

দ্বিতীয়দৃশ্য——গোষ্ঠ—যমুনাতীরে তরুমূল—ও শস্তক্ষেত্রে অসংখ্য ধেনু বৎস্য পরিদৃশ্যমান।

(শ্রীকৃষ্ণের গীত।)

আমার প্রেমলীলা ফুরাবে কি ভাই।
ফিরে কি চাহিতে নাহি চাহিবে সে রাই॥
(ও ভাই আমার গরবিণী রাই।
(আমার প্রেমসাধনের প্রেমসাধিকা রাই।
(আমার সাধের প্রাণের প্রাণ রূপিণী রাই)॥

অভিমানে অঙ্গ ঢালি,
বিরহ অনল জ্বালি ;
এত আশা ভাল বাসা করিবে কি ছাই।
ও সে জানেতো শ্যামের সরবস্ব নিধি রাই।
(জানেতো শ্যামের শিরোমণী ধনী রাই,
(জানেতো শ্যামের শক্তি স্বরূপিণী রাই।
(জানেতো শ্যামের রাধা বিনা কেহ নাই॥

[রাখালগণের গীত]

দ্যাখ শ্যাম দ্যাখ চেয়ে কে আসে ওই গোষ্ঠেতে।
সুবল দাদার মতন রূপে সাজা রাখাল সাজেতে॥
কটিবেড়া পীত ধড়া,
শিরে শিখি পুচ্ছ চূড়া ;
বৎস বুকে হাসি মুখে না জানি কি আশেতে ;
ধীরে ধীরে আসে ফেলি বামপদ অগ্রেতে॥
রমণীর মত হাব,
রমণীর মত ভাব ;
ফুলের প্রতিমা যেন গড়া প্রেম ফুলেতে ;
মত্ত মধুকর কত উড়ে আসে পাশেতে॥

[একপার্শ্ব হইতে রাখাল বেশী—
রাধিকার প্রবেশ]

(অগ্রসর হইয়া রাধিকার হস্তধারণ করিয়া)

(শ্রীকৃষ্ণের গীত)

রাধাহে রোষ কর পরিহার।
অপরাধি যদি, মুখতুলি চাহ, হান শর খরধার ॥
বাহুলতা পাশে, বাঁধলো রূপষি, এতনু তোমারে দিনু ॥
এ প্রেম বাঁধনি, খুলি যদি আর, হারিব করের বেণু ॥
প্রাণ মন সার, সকলি আমার, তুমি প্রাণ আমি কায়।
আধতিল আর, তোমারে ছাড়িয়ে, রহিতে নাচিত চায়।
প্রাণে প্রাণে বাঁধা, কিশোর কিশোরি,মনে না ভাবিহ আন্
দাসখত লিখি, লেহ লো আমার, তেয়াগিয়ে অভিমান ॥

—**—

রাধিকার গীত।

কি মোহিনী যান বঁধু কি মোহিনী যান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥
ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর ॥
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরিতি ॥
পুনঃ তুমি যদি বঁধু নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও ॥

শ্রীকৃষ্ণ। ও কথা তুলনা রাধে প্রাণে ব্যথা পাই।
এস তোমা হৃদে ধোরে জীবন জুড়াই॥
মুখে মুখে বুকে বুকে জীবনে মরণে।
কিশোর কিশোরি রব প্রেম আলাপনে॥

—০—

রাধিকার গীত।

না বুঝে এবারও দিনু প্রাণ।
অভিমান-কৈনু—সমাধান॥
(আর)—কাঁদালে কাঁদিব না,
ঘরে ফিরে যাব না,
আঁখি আড় করিব না শ্যাম।
দেখি রাখো কিনা রাখ মানিনীর মান॥

—ঃ(০)ঃ—

রাখালগণের গীত।

"দেখো রাধা মাধব কেলী।
মূরতী মদন রস খেলী॥
ও—নব জলধর অঙ্গ।
এহু থির বিজুরি তরঙ্গ॥
ও বর মরকত কান্।
এহু কাঞ্চন কামধাম॥
ও নব তরুণ তমাল।
এহু মাধবীলতা মাল।"

(বৃন্দা, বিশাখা ও ললিতার প্রবেশ।)

ললিতা। "সখি কে ?

কুঞ্জে এসে, নবীন রাখাল বেশে,
রাখাল রাজার পাশে, দাঁড়ায়ে ওই হাসে,
রূপে তম নাশে, চপলা প্রকাশে,
সুবল দাদার রূপ ধোরেছে।

বিশাখা। কিন্তু এ গোকুলের গোপালও ত নয়,
তা হোলে কি এমন হেমকান্তি হয়,
শিরে চূড়া কিন্তু দেখ বিপর্য্যয়,
বিনোদবেণী পৃষ্ঠে দুলিছে॥

ললিতা। বিলোল কুরঙ্গ নয়নযুগল,
আভাসে খেলিছে উজ্জ্বল চপল,
কজ্জলে উজ্জ্বল, রসে ঢলঢল,
প্রেমে ঝর ঝর ঝুরিছে॥

বিশাখা। সুবল হোলে সখী এ ভ্রুভঙ্গী কেন,
নয়ন কটাক্ষ কামশর যেন,
গরলমাখা বাঁকা কটাক্ষ এমন,
রাখালে কে কোথা শিখেছে ;

বৃন্দা। কিন্তু এ ছদ্ম সুবলবেশী রাই,
নিত্য নবলীলা লোয়ে প্রাণ কানাই
মধুর যুগলরূপ হেরে প্রাণ জুড়াই,
মরি কি মাধুরী হোয়েছে॥"

———:———

(সখীগণের গীত।)

থাক থাক অম্নি থাক যুগল ভেঙ্গোনা ! !

(কিশোর কিশোরি হে)

(বড়) আশার নিধি পেয়েছি আজ নিরাশ করোনা ॥

যুগলরূপে জগত হাসে,

সবাই যুগল ভালবাসে ;

যুগল শোভায় মন ভুলে যায়—যুগল সাধনা।

সাধ মিটাবো, বাদ্ সেধোনা—যুগল ভেঙ্গোনা ॥

রাখালীগণ।

আকাশে অপ্সরি গায়,

নৃত্য করে দেবতায় ;

ফুল্ল পারিজাতে পুজে সুরললনা।

লওহে পুজা রাখালরাজা—যুগল ভেঙ্গোনা ॥

(আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি

যবনিকা পতন।

সমাপ্তঃ।

—:০:—